গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার (নবম ও দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন) এবং ভিশন-২০২১ কে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সাধারণ কার্যক্রম:

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এম.পি.ও র বেতন ভাতা বাবদ মোট ১,৪৭৫,৪২৬,৮৫৪.০০/ (একশত সাতচল্লিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত চুয়ান্ন) টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর আওতায় নির্ধারিত ৬৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ১২৮০ টি ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর পদের মধ্যে এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে ৮০৭ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১২৮০টি ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট পদের মধ্যে এসএমসি ও এমএমসি এর মাধ্যমে ৪৬১ জন ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

  উল্লেখ্য, ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুর নিমিত্ত প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়;

- জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতাধীন জেলাসমূহে (জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, রাঙামাটি, পটুয়াখালী, মৌলভীবাজার জেলার) নির্বাচিত ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ১০-১৯ বছরের কিশোর কিশোরী জেন্ডার সাম্য আচরণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ও কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক চাপ ও তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ঘোষিত বৃত্তিসহসকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G২P পদ্ধতিতে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ১১ জনকে (যাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরসহ চাহিত সকল তথ্য সঠিক ছিল) ৮০ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৪৫ টাকা অনলাইনে EFT এর মাধ্যমে বৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিদিন নূন্যতম ২টি ক্লাস গ্রহণ তা ড্যাশ বোর্ডে (মাল্টিমিডিয়া সংক্রান্ত সফটওয়্যার) এন্ট্রির জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের মাধ্যমে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৮১৬টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে এমএমসি অ্যাপস ড্যাশ বোর্ডে এন্ট্রিকৃত শ্রেণি কার্যক্রমের আলোকে প্রতি মাসে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩৩ জন সহকারী প্রধান শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক এবং জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫,৪৫২ জনকে সহকারী শিক্ষককে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট দূরীভুত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ২,০৬৬ জনকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসির) মাধ্যমে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ফলে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শূন্যতা দুরীভূত এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি;
- সরকারি কলেজে সহকারী অধ্যাপককে ৬০৯ জনকে অধ্যাপক পদে পদান্নতি প্রদান এবং শূন্যপদে সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ সমপদের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে ১০৯৪ জন বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি নির্ধারণের লক্ষ্যে Institutional Self-Assessment Summary (ISAS)- ২০২১ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক ১৯,২৩০টি বিদ্যালয়ের ডাটা এন্ট্রির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এ এন্ট্রির মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে; এবং

(খ) ভৌত অবকাঠামো :

১. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায়-

- ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬২০ টি প্রতিষ্ঠানে (১০০%) এবং অবশিষ্ট ২০টি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে (২৫%-৯৯%);

  সাধারণ ধারার ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুর নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ১০টি লটের মধ্যে ০৯টি লটের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন এবং অবশিষ্ট ০১টি ট্রেড্রের মালামাল সরবরাহ চলমান রয়েছে
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্মের মাধ্যমে ২০তলা ভবন-নির্মাণের প্রাথমিক ড্রইং-ডিজাইন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে গত ০৮ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ড্রইং-ডিজাইনে ভবনের বাহ্যিক অংশের অনুমোদন প্রদান এবং ভবনের অভ্যন্তরীণ অংশের পুনর্বিন্যাস চলমান রয়েছে;
- EMIS Upgradation (SD-17) বিষয়ক চুক্তিবদ্ধ ফার্ম কর্তৃক মাউশি অধিদপ্তরের ইএমআইএস আপগ্রেডেশন সম্পন্ন হয়েছে;
- ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; এবং
- মাউশি অধিদপ্তরের ইএমআইএস এর ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায়-

১৬১০টি কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৫৪টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও ১৭৮টির কাজ চলমান আছে। উক্ত বছরে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪২৭৭.২৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ৫৩টি কলেজে শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র এবং ৭৪৫টি কলেজে পরীক্ষার হল এর আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৮০৪.৪১ লক্ষ টাকা;

৩. “শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়-

১১টি নতুন ভবন নির্মাণ সমাপ্ত। এছাড়াও ০৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২৮টি ভবনে আসবাবপত্র এবং প্রকল্পভুক্ত ৭০টি কলেজের প্রতিটিতে ০১ সেট করে বই-পুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে।

৪. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায়-

- ৯৪টি ৬ তলা একাডেমিক ভবনের মধ্যে ১৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও ৭৯টি চলমান;
- ৫০টি কলেজে ৬তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন;

- ৩৩টি কলেজে হোস্টেলের নির্মাণ কাজ ৫০% সম্পন্ন;
- ১টি কলেজের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ এবং ১টি কলেজে শ্রেণিকক্ষ মেরামত-সংস্কার কাজ সম্পন্ন;
- ৩১টি কলেজে ফটোকপিয়ার মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন, ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে; এবং
- ১০টি কলেজে আসবাবপত্র এবং ৩১টি কলেজের জন্য ৬২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র ক্রয় সম্পন্ন।

এলবিকে সরকারি মহিলা কলেজ, দাকোপ, খুলনা, আদিনা ফজলুল হক সরকারি কলেজ

৫. **৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের** আওতায়-
০৩টি জমির অধিগ্রহণ বাবদ ৫৫৭৫.১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ বাবদ ৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৬. **ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায়-**
মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ কাযক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

(গ) কর্মপরিকল্পনা:

- ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে প্রথাগত শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রমের সাথে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে একীভূত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ভবিষ্যৎ শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি সময়োপযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য ব্লেন্ডেড শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বেসরকারি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি EFTর মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে Software তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ভুয়া বেতন-ভাতাদি উত্তোলন বন্ধসহ দ্রুততম সময়ে এবং সহজে বেতন-ভাতাদি পাওয়া নিশ্চিত হবে;
- নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওর সরকারি অংশের বেতন ভাতাদি প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শুন্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে পত্র প্রদান করা হয়েছে। সরকারি স্কুলের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে শুন্য পদসমুহে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- ৪০৩২ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় 'আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস নির্মান করা হয়েছে। এডুকেশন অ্যাপসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন নোটিশ, ক্লাস রুটিন, রেফারেন্স বই, ফলাফল, সরাসরি চাকুরীর আবেদন, শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্টুডেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা যাবে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইনে ক্লাসসমূহ দেখা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকগণ এই অ্যাপসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দ্বারা সমন্বিত গ্রুপ এই অ্যাপসের নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজ করবে; এবং

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর Artificial Intelegience (AI) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইন্টেল কর্পোরেশন এর সাথে একটি চুক্তি করেছে। তার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর Artificial Intelegience (AI) মৌলিক ধারনার উপর একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(ঘ) মুজিববর্ষ এবং করোনাকালীন উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

১. "বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি" কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

বঙ্গাবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে "বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি" কার্যক্রমের সমাপনী এবং ডিজিটাল আর্কাইভের উদ্বোধন (২০ জুন, ২০২২) করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসাবে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা শহিদ বা প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকটজন কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারা বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির প্রায় ২৫ লক্ষ শিক্ষার্থী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রায় লক্ষাদিক ভিডিও চিত্র তৈরি করে। ভিডিওচিত্রে সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রণাঙ্গান, বধ্যভূমি কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী বিভিন্ন মূল্যবান চিত্র স্থান পায়।

শিক্ষার্থীদের ভিডিওচিত্রসমূহের সেরা অংশের সমন্বয়ে স্কুলগুলো একটি করে (অনূর্ধ্ব ২০ মিনিটের) ডকুমেন্টারি তৈরি করে। বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে স্কুল পর্যায় থেকে ডকুমেন্টারি সমূহ হতে প্রতিটি উপজেলা এবং নির্বাচিত শিক্ষা থানা পর্যায়ে ১টি সেরা ডকুমেন্টারি নির্বাচন করা হয় যার সংখ্যা ৫১৯টি। পরবর্তীতে উপজেলা ও শিক্ষা থানা পর্যায়ের নির্বাচিত ডকুমেন্টারিসমূহ থেকে জেলা পর্যায়ের ১টি সেরা ডকুমেন্টারি নির্বাচন করা হয়, ৩টি মহানগরসহ যার সংখ্যা ৬৭টি। এরপর জেলা পর্যায়ের ডকুমেন্টারি হতে প্রাপ্ত ১০টি অঞ্চলের ১ম, ২য় ও ৩য় সেরা তিনটি ডকুমেন্টারি নির্বাচন করা হয়। এরপর অঞ্চল পর্যায়ে সেরা ৩০টি ডকুমেন্টারি থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিচারকার্যের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে তৈরি এসব ভিডিও চিত্র থেকে পুরস্কারের জন্য সেরা ১০ (দশ)টি ভিডিও চিত্র জাতীয়ভাবে নির্বাচিত হয় এবং জাতীয়ভাবে নির্বাচিত ভিডিও চিত্র প্রস্তুতকৃত প্রত্যকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০.০০ (এক) লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার, একটি ক্রেস্ট ও একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবে-যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হবে এবং তারা স্বাধীনতার স্বপক্ষের নাগরিক হিসেবে বড় হবে। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরি জাতির গৌরবের ইতিহাস সমৃদ্ধ ডকুমেন্টারিসমূহ ভবিষ্যতে জাতির ইতিহাসে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে থাকবে। এছাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণ রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (যোগাযোগ, সূক্ষ্মচিন্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীল দক্ষতা ইত্যাদি) অর্জন করবে।

চিত্র :"বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি" কার্যক্রমের সমাপনী এবং ডিজিটাল আর্কাইভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২. অনলাইন লটারি:

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে কেন্দ্রীয়ভাবে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইন লটারির আয়োজন করে। উল্লেখ্য, জনকল্যাণে এবারই প্রথম বারের মতো জেলা পর্যায় পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকেও বেসরকারি (মহানগর ও জেলা পর্যায়ের জেলার সদর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ডিজিটাল লটারির আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান সরকার জনকল্যাণে সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ২০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১১০ টাকা নির্ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন লটারির আয়োজনের মাধ্যমে মেধার সমতা প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে অনভিপ্রেত প্রতেযোগিতা বন্ধ হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ কমেছে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে।

চিত্র: অনলাইন লটারির-২০২২ শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং অপেক্ষামান শিক্ষার্থীরা

৩. শিক্ষার্থীকে করোনাভাইরাসের টিকা প্রদান:

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি. মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিগত ১ নভেম্বর, ২০২১ রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের নবম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীকে করোনাভাইরাসের টিকা প্রদানের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় বাংলাদেশে। শিক্ষার্থীদেরকে ইতোমধ্যে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৯০ জন শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম ডোজ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৫২ জন (অর্জন : ৯৮%) এবং ২য় ডোজ ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৩৮ জন (অর্জন : ৮৩%) শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে টিকা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি. মহোদয়

৪. **শেখ রাসেল দেয়ালিকা স্থাপন:**

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শেখ রাসেল দেয়ালিকা নামে স্থায়ীভাবে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শেখ রাসেল দেয়ালিকায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে গল্প-কবিতার মাধ্যমে নিজেদের সৃষ্টিশীলতা উপস্থাপন করা হবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে তারা যোগ্য ও দক্ষ নগরিক হয়ে গড়ে ওঠবে;

৫. আমার ঘরে আমার স্কুল:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর করোনাকালীন সংসদ টিভির মাধ্যমে ''আমার ঘরে আমার স্কুল'' প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় Bangladesh Covid-19 School Sector Response (CSSR) প্রকল্পের আওতায় টিভি, অনলাইন ও রেডিওতে প্রচারযোগ্য কনটেন্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৬. সরকারিকৃত কলেজ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে ১৯টি ও অন্যান্য ০৬টি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে পদ সৃজনের কাজ চলমান রয়েছে;

৭. মুজিববর্ষে গাছ রোপণ-পরিবেশের সংরক্ষণ :

পরিবেশের ভারসাম্য ও আমাদের জীবন অধ্যায়ের (চতুর্দশ অধ্যায়) শিখনফল ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে 'মুজিববর্ষে গাছ রোপণ-পরিবেশের সংরক্ষণ প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রায় ২৫ লক্ষ গাছ রোপণ করেছে।

চিত্র: 'মুজিববর্ষে গাছ রোপণ-পরিবেশের সংরক্ষণ প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

৮. অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের ব্যবস্থা:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত '৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে মূল্যায়ন নির্দেশনায়' শিরোনামে শিক্ষার্থীরা এবং ২০২১ সালের এসএসসি ও ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করে সার-সংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়। ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ১ম তিন সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়ন মনিটরিং সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে-অ্যাসাইনমেন্ট জমাদানকারী শিক্ষার্থীর হার **৯৮.১৩%।** ।

৯. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি:

করোনাভাইরাস অতিমারির প্রেক্ষাপটে শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। এ লক্ষ্যে ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে 'আমার ঘরে, আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ৪ ঘণ্টা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম চালু করে। এসব ক্লাস বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপলোড করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামত সময়ে সেগুলো পুনরায় দেখতে পারে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর

রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের মাধ্যমিক উইন্ডো'র অধীনে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, গণিত, বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ের জন্য মোট ২৫০০ ক্লাস টেলিভিশন, অনলাইন ও রেডিও মাধ্যমে প্রচারের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. কুইজ প্রতিযোগিতা:

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৫০টি প্রতিষ্ঠানে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১, মঙ্গলবার কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেমস মডিউলের ১ম বর্ষের ১৩টি অধিবেশনের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বিজয়ীদের ১ম পুরস্কার হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'কারাগারের রোজনামচা' ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বই দুটি প্রদান করা হয়। ২য় পুরস্কার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও ৩য় পুরস্কার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'আমার দেখা নয়া চীন' প্রদান করা হয়।

চিত্র: কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত বিজয়ী প্রতিযোগী

(ঙ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি ,মানসিক প্রজনন স্বাস্থ্য, শারীরিক শিক্ষা ও সেবা গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গড়ে তুলা হয়েছে কিশোর কিশোরীদের জন্য পুষ্টি ক্লাব। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের সব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ কোটি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রতি সপ্তাহে ১টি করে ট্যাবলেট ছাত্রীদেরকে খাওয়ানো কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

২. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন :

- দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণি থেকে ৬জন করে মোট ৩০ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজের ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ জন করে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি :

- শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাউশি অধিদপ্তর Learning Assessment of Secondary Institutions(LASI)-2017 এবং National Assessment of Secondary Students(NASS)- 2019 কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এটি একটি নমুনাভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বল ও সবল দিকগুলো চিহ্নিত এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিখণ যোগ্যতা পরিমাপ করা যায়।

৪. **ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম অ্যাপের আপগ্রেডকরণ :**

- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২৩-২৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে 'ক্লাসরুম মনিটরিং ও রিপোর্টিং টুলস্ চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। এ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম অ্যাপের রিপোর্টিং টুলস্ আপগ্রেড করা হয় ফলসুতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা তথা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে।

(চ) প্রশিক্ষণ :

১. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৬দিনব্যাপী) ৪৪৬১৬ জন, সৃজনশীল বিষয়ক (৬দিনব্যাপী) ১৬৮৯১ জন, মাস্টার ট্রেইনার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক (৫+৩দিনব্যাপী) ২৩৩ জন এবং পারফরম্যান্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ৯৪১৩ জন শিক্ষক সর্বমোট ৭১ হাজার ১৫৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. প্রশিক্ষণ শাখার আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩৩০৯ জনিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো : বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক ৯২৫ জন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭৬২ জন, ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১২০ জন, সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক ১২০ জন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণকে বি.এড/এম.এড প্রশিক্ষণ ২২৬ জন শিক্ষক, ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ২৪০ জন (৮০ জন কর্মকর্তা+ ১৬০ জন কর্মচারী) এবং ১০০ জন কর্মচারীকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রশিক্ষণ উইং থেকে দেশের অভ্যন্তরে ২২ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পিএইচ.ডি এবং ১৯ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে এম.ফিল এ গবেষণা কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। একইসময়ে বিদেশে ০৮ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পিএইচ.ডি গবেষণা কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২৭ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে বিদেশে মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৩. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১দিনব্যাপী ২১০ জন শিক্ষককে আইসিটি নির্ভর কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০১০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে,

৬. মা্ধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক স্কুল,মাদ্রাসা ও কারিগরি ভোকেশনাল এর শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়ে ০২ (দুই) টি রিফ্রেসার কোর্স এর আয়োজন করা হয়। সে মোতাবেক এবার ও ৩০তম এবং ৩১তম রিফ্রেসার কোর্স ২০০ জন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়ে ০৭ (সাত) দিনের কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND প্রকল্পের আওতায় ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ১৪ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬৯৯ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছবি: অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান

৮. ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND প্রকল্পের আওতায় ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ৪টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ মোট ১৭টি ভেন্যুতে ১২৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৫০০০ জনকে (অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) ৫ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য একটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

ছবি: **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালা**

(ছ) ওয়ার্কশপ/সভা/সেমিনার:

- গত ২১মার্চ, ২০২২ তারিখে 'কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম এর ডিজিটাল মনিটরিং এবং রিপোর্টিং টুলস্ চূড়ান্তকরণ বিষয়ক এক কর্মশালায় আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণিত কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের ৩১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।
- ৩০টি উপজেলায় দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওর্য়াকশপের মাধ্যমে মোট ৩,০০০ জনকে (অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবক, উপজেলা চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তাগণ) অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়াও ৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালার মাধ্যমে মোট ১২০০০ জন শিক্ষার্থীকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

ছবি: **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালা**

- **এডোলেসেন্ট কর্নার সেশন :**

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতায় স্কুল এবং মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত গ্রুপে একত্রিত হয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা সহায়ক গেমস উপকরণ যেমন- শাহানা কার্টুন, কম্পিউটার গেম, বোর্ড গেম ও রেডিও প্রোগ্রাম শোনার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ লাভ করে।

(ঝ) অটিজম একাডেমির কার্যক্রম :

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND প্রকল্পের আওতায় এর সেগুনবাগিচাস্থ অস্থায়ী ক্যাম্পাসে বর্তমানে ২২ জন অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্টসম্পন্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে। একাডেমি হতে শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ শিক্ষা সেবা, ভোকেশনাল-কারিগরি শিক্ষা সেবা, বিভিন্ন ধরণের থেরাপিউটিক সেবা এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে কাউন্সেলিংসহ অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ছবি: অস্থায়ী ক্যাম্পাসের কার্যক্রমসমূহ

- **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একাডেমির ড্রয়িং ও ডিজাইন চূড়ান্তকরণ:**

NAAND কর্তৃক একাডেমি কমপ্লেক্স ডিজাইনটি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী, অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গসহ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় পর্যবেক্ষণ করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০২২ তারিখে একাডেমি কমপ্লেক্স এর ডিজাইন অবলোকন করে কিছু সুপারিশ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে ডিজাইনটি চূড়ান্ত করা হবে।

ছবি: মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক NAAND একাডেমির ডিজাইন পর্যবেক্ষণ

- **অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন :**

প্রতি বছর ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু লাইট প্রজ্জলন করে থাকে। NAAND প্রকল্প ২০২২ সালে ১৫তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ NAAND (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) এ নীল বাতি প্রজ্জলন ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে।

ছবি: বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে নীল বাতি প্রজ্জলন

(ট) বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০২২ :

দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন" এবং ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২০২২ সাল থেকে **বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ এবং** অটিস্টিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৬ষ্ঠ-৮ম, ৯ম-১০ম এবং

একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি গ্রুপে ৬৪ টি জেলা সদরে ৪৯২ উপজেলায় বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার (প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৯ থেকে ১১ এপ্রিল) কার্যক্রম শুরু হয়। উপজেলা থেকে প্রায় ৭৬৮০ জন এবং জেলা থেকে ১০২০ জন প্রতিযোগী বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। আটটি বিভাগের পাশাপাশি, ঢাকা মহানগরের জন্য একটি বিশেষ ইউনিট করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিযোগিতায়, মোট ৯টি বিভাগে মোট ১৩৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ৬ষ্ঠ-৮ম, ৯ম-১০ম এবং ১১শ থেকে ১২শ এই তিনটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিটি গ্রুপে ০১ জন করে সর্বমোট ১৫ জনকে বছরের সেরা মেধাবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। গত ২৬ জুন আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় (ভার্চুয়াল) উপস্থিতিতে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০২২ মেধা অন্বেষণের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(ঠ) জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২২:

- জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২২ সফলভাবে উদযাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ১৫ টি ইভেন্টে (ক্বেরাত, হামদ্/নাত, বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা, ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতা, বাংলা কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত (ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, লালনগীতি), জারীগান (দলভিত্তিক), নির্ধারিত বক্তৃতা: জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ-এর উপর উপস্থাপনা, নৃত্য (উচ্চাঙ্গ), লোক নৃত্য) এবং চারটি গ্রুপে (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি"ক" গ্রুপ, ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি "খ" গ্রুপ, ১১শ- ১২শ "গ" গ্রুপ, এবং ১৩শ-১৭ শ"ঘ" গ্রুপ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ১৫টি ইভেন্টে ১ম এবং ২য়, এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ১ম স্থান অধিকারীসহ মোট ২১৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ অনুষ্ঠানে বিজয়ী প্রতিযোগী এবং আমন্ত্রিত অতিথি

(ঢ) জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা :

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ৫০তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গত ১৪-১৯ মার্চ ২০২২খ্রি. পর্যন্ত শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুর এর ব্যবস্থাপনায় দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা/থানা, জেলা, উপঅঞ্চল, অঞ্চল হতে জাতীয় পর্যায়ে সর্বমোট প্রতিযোগী ছিল ৮২৪ জন (ছাত্র ৪৪০, ছাত্রী-৩৮৪ জন)। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিশেষ অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়, শিক্ষা সচিবদ্বয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক এবং সকল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

- বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার স্কাউটস ও গার্লস গাইড এর বিভিন্ন কোর্সে সরকারি/বেসরকারী স্কুল/মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষকদের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের স্কাউট, রোভার স্কাউট, গার্ল-গাইড এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রায় ৩০০ জনকে ডেপুটেশন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

সার্বিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়রে সার্বিক তত্তাবধানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার মান ও সাম্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।